উচিত কথা

ভজন সরকার

(৩)

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাইপো বুদ্ধদেবের পেছন থেকে শনি আর যেনো ছাড়ছে না । সিংগুর থেকে নন্দীগ্রাম । আর সব শেষে রিজওয়ানুর-প্রিয়াঙ্কা প্রনয়কান্ডে কার্যত বড্ড বেশী অসহায় লেগেছে পশ্চিম বংগের মুখ্যমন্ত্রীকে । ঘরে বাইরে প্রবল ভাবে বিরোধীতায়- বলা যায় স্ববিরোধীতায় বার বার তাঁকে সরে আসতে হয়েছে সিদ্ধান্ত থেকে । কার্যতো সব কিছুই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে চলে গেছে একে একে । বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করেও সেখান থেকে সরে আসা, অভিযুক্ত পুলিশ কর্তাদের প্রথমেই সরাবেন না বলেও পরে সরিয়ে নেয়া, সিবি আই তদন্ত প্রথমে আমলে না নিয়েও কোর্টের আদেশে তা করতে বাধ্য হওয়া - মোদ্দা কথায় বুদ্ধবাবরু নাস্তানাবুদ অবস্থা । তিনি হয়তো প্রথমে ভুলে গিয়েছিলেন - পশ্চিমবংগের মন্ত্রী হলেও তাঁকে জ্যোতিবসুর সমান উচ্চতায় উঠতে আরো অনেক পথ মাড়াতে হবে । অন্তত কমিউনিষ্ট পার্টির মতো একটা সুসংবদ্ধ বাম - মোর্চার নেতৃত্বের জন্য যে ঈর্ষনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয় তা বোধ হয় একমাত্র জ্যোতিবাবুরই আছে ? তাই প্রকারান্তে এক লেজে গোবরে অবস্থা করে ফেলেছেন বুদ্ধবাবু । নানা সংকটে তাই সেই প্রায় শতবর্ষের জ্যোতিবাবুকেই সামনে আসতে দেখেছি বারবার ।

ঘটনার সূত্রপাত পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের সংবাদ সম্মেলন থেকেই । বেশ আশ্চর্যই লেগেছে এই ভদ্রলোকের কথা-বার্তা শুনে । তিনি আবার পশ্চিম বংগের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষ কর্তা ব্যক্তি । তাও আবার ডালমিয়ার মতো ডাকসাইটে কে হারিয়ে । ভারতের মতো দেশে -যেখানে মিডিয়া অতিশয় সংবেদনশীল ও প্রভাবশালী - সেখানে অতি অর্বাচীনের মতো বক্তব্য দিয়ে যে বালখিল্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন প্রসূন , তাতে থলের বিড়াল বের হবার উপক্রম হতেই বুদ্ধবাবুর শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে । তাকে পূজোর আগেই সরে আসতে দেখেছি স্ব-পদ থেকে । রিজওয়ানুর রহমান এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের ছেলে প্রেম করে বিয়ে করেছেন পশ্চিম বংগের হোসিয়ারি ব্যবসার কর্ণ ধার ‘‘ লা কোজি ’’ গ্রুপের মালিক অশোক টোডির মেয়ে প্রিয়াঙ্কা টোডিকে । মেয়ের পরিবার থেকে পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে চেস্টা করা হয়েছে । আর এরই মধ্যে রিজওয়ানুরকে পাওয়া গেছে রেল লাইনে মৃত অবস্থায় । হোতে পারে আত্ম হত্যা কিংবা খুন ? তদন্তের আগে কিছুই বলা উচিত নয় । কিন্তু থলের বিড়াল বেড়িয়ে পড়েছে পুলিশ কমিশনারের সাংবাদিক সম্মেলন উলটো পালটা বক্তব্যে । কথায় আছে না - পাপে ছাড়ে না বাপেকে । আস্তে আস্তে পশ্চিম বংগের রাজ্য - প্রশাসনের পুলিশকে নিজেদের পার্টি স্বার্থে ব্যবহার , টোড্ডিদের কাছ থেকে নানা পর্যায়ে আর্থিক লেন দেন , ক্রিকেটের বেটিং - একে একে যখন উন্মোচিত হতে আরম্ভ করেছে তখনই বুদ্ধবাবুর শুভ বুদ্ধি উদিত হয়েছে । সব দাবীই এক এক করে মানা হয়েছে । মুখ রক্ষা করতে পারবেন কী বুদ্ধ বাবু শেষ পর্যন্ত?

আমি যে ব্যাপারটাতে বেশি আশ্চর্য হয়েছি সেটা হোলো মানুষের প্রতিক্রিয়ায় । রিজ-প্রিয়াঙ্কা কান্ডকে কখনই সাম্প্রদায়িকতার মোড়কে মুড়তে দেখিনি এতটুকুও । সংখ্যা গরিষ্ট হিন্দুর মধ্যেও দেখেছি রিজওয়ানের জন্য প্রবল সহমর্মিতা । তিন দশক বাম শাসিত পশ্চিম বংগে অন্তত ধর্মীয় সহনশীলতার এই শুভলক্ষনটা দেখে বড়ই ভাল লেগেছে । যেখানে গুজরাটে বজরং পরিকল্পিত ভাবে মুসলিম নিধনে নেমে গর্ভবতী মহিলার পেটের বাচ্চাকে হত্যা করেছে সেখানে প্রবলভাবে সাম্প্রদায়িকতার সমস্ত উপকরণ থাকা সত্বেও অশোক টোডির জন্য কারো কোন সহম্মর্তিতার লেশও দেখিনি পশ্চিম বংগে । বরং জনমত প্রবল ভাবে চলে গেছে রিজওয়ানুরের পরিবারের প্রতি আর পুলিশের বিপক্ষে ।

সিংগুর থেকে নন্দীগ্রাম এবং সব শেষে রিজ-প্রিয়াঙ্কার ঘটনা । তিন দশক ক্ষমতায় আসীন বাম ফ্রন্টের জন্য কী কোন অশনি সংকেত ?প্রশ্ন করেছিলাম পরিচিত এক বাম নেতাকে । সংশয়বাদি উচ্চারনে যা শুনলাম -তাতে খুব একটা আশ্বস্থ হতে পারলাম না । আশার কথা , এই তিন দশকে পশ্চিম বংগে তৈরি হয়ে উঠে নি বাম বিকল্পের কোন নেতা । না রাজ্য পর্যায়ে , না স্থানীয় ভাবেও । বরং প্রশাসন থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে বামেরা- বিশেষতঃ সি পি এম তাদের ক্যাডারদের বসিয়ে একচ্ছত্র ভাবে কব্জা করে রেখেছে । তাই অদূর ভবিষ্যতেও পশ্চিম বংগে ক্ষমতার পালা বদল প্রায়ত অসম্ভব । আর বাংলাদেশ- বিহার -ঝাড়খন্ড- আসাম-উড়িষ্যা ঘেরা পশ্চিম বংগের অধিকাংশ মানুষই ভারত তথা পৃথিবীর পরিবর্তনটাও ঠিক মতো তুলনা করতে পারছে না প্রতিবেশীদের দেখে । এক মাত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই কী মানুষ জানিতে পারছে কোথায় এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী ? তাই তো কৃষি থেকে শিল্পের জন্য জমি পেতে কোনই সহযোগিতা পাচ্ছেন না বুদ্ধবাবু । না পার্টি পর্যায়ে- না বিরোধীদের কাছ থেকেও । আশ্চর্য ভাবে দেখেছি সাধারণ মানুষের মধ্যেও সিংগুর কিংবা নন্দীগ্রামের জন্য কোন উদ্ধেগ নেই । বরং বাম রাজনীতির নিচু থেকে মধ্যম পর্যায়ের নেতাদেরকেও বলতে শুনেছি — নন্দীগ্রাম কেলেঙ্কারি বুদ্ধদেবের অপরিপক্কতার ফসল ?

পশ্চিম বংগের বন্ধু কাঞ্চন সরকারকে বলে গিয়েছিলাম - এবার দার্জিলিং যাবোই । এত দিন বারবার উওর বংগে গিয়েও শুধুই ঘুরে বেড়িয়েছি সমরেশ - শক্তির ডোয়ার্সে । জলপাইগুড়ি থেকে বিস্তৃত বৈচিত্রময় ডোয়ার্সের প্রেমে আমি সর্বদাই নিমজ্জিত-প্রায় । তাই এবার পাহাড়ে । আর জংগলে নয় । কাঞ্চনকে দেয়া কাঞ্চনজংঘা দেখার প্রতিশ্রুতি এবারও রাখতে পারিনি । ইচ্ছে যে ছিলো না তা নয় । যেতে পারিনি পরিস্থিতির জেরে । যেদিন রায়গঞ্জ থেকে সড়ক পথে শ' দুই কিলোমিটার প্রায় সাত ঘন্টায় অতি কষ্টে পাড়ি দিয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছলুম- সেদিন থেকেই পাহাড়ি-বাংগালী দাংগা শুরু । উৎস '' ইন্ডিয়ান আইডল ''— সংগীত -প্রতিভা সন্ধানের অনুষ্ঠান । শেষতক টিকে যাওয়া দু'জনের দু'জনই পশ্চিম বংগ-ঘনিষ্ট । অমিত পাল শিলিগুড়িতে জন্ম হিমাচল প্রবাসী বংগ সন্তান। প্রশান্ত তামাং পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি । কোলকাতা পুলিশের সেপাই । শেষতক বিজয়ী পাহাড়ি প্রশান্ত তামাং । আর তাকে হেয় করে বাংলা মিডিয়ার বিরূপ প্রচার । তাতেই দাংগা । কারফিউ । ১৪৪ ধারা । আমাদের পরিকল্পনারও পাহাড় পতন সমাধি । শিলিগুড়ি বোনের বাসায় বসে বসে অন্ন-ধবংস । আর মোবাইল থেকে আরেক বাংগালী সংগীত প্রতিভা অনিক ধরকে এস এম এস করে সা রে গা মা বিজয়ী করার চেষ্টা । কানাডা ফিরে বোন জানালো অনিক ধর বিজয়ী হয়েছে প্রায় কোটি চারেক ভোট পেয়ে । হয়তো লজ্জায় আমাকে জানাতে চায় নি ওর মোবাইলের ব্যালানস ঘাটতির কথা । কারণ , এই চার কোটি ভোটের চার গন্ডা গেছে ওর মোবাইল থেকেই । জয়তু বাংলা, জয়তু বাংগালি ।।।।

।। অক্টোবর ২৬, ২০০৭ ।।